বড়াইবাড়ীর কৃষক মিনহাজ এখন সেলিব্রেটি!

মোড়ল নজরুল ইসলাম, রৌমারী হইতে ফিরিয়া ॥ কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তের বড়ইবাড়ী গ্রামের কৃষক মিনহাজ আলী এখন রীতিমত সেলিব্রেটি। রৌমারী সীমান্ত এলাকার বিডিআর জোয়ান, সাধারণ মানুষ, রাজনীতিবিদ– সকলের মুখে মিনহাজ আলীর নাম উচ্চারিত হইতেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম রৌমারী সীমান্ত পরিদর্শনকালেও মিনহাজ আলীকে শুধু মন্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয় নাই কর্তিমারী বাজারে আয়োজিত স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে মিনহাজের বক্তৃতা দেওয়ারও সুযোগ ঘটিয়াছে। রৌমারী সীমান্ত এলাকায় পরিদর্শনরত দেশী-বিদেশী সাংবাদিক, সরকারী কর্মকর্তা, বিডিআর অফিসার সকলেই চাহেন মিনহাজকে দেখিতে। রাতারাতি কেন একজন সাধারণ কৃষক সেলিব্রেটি হইল তাহা সকলেরই জানা।

কারণ হইতেছে, বড়ইবাড়ী গ্রামের যুবক বয়সের কৃষক মিনহাজ গত ১৮ই এপ্রিল ভোর ৪টার সময় ধানক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য পানির পাম্প ছাড়িতে গিয়া অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর সদস্যদের দেখিতে পান, ধানক্ষেতের দিকে অবস্থান নিয়াছে। তাৎক্ষণিকভাবে সে বড়ইবাড়ী বিওপিতে বিডিআর জোয়ানদের বিষয়টি অবহিত করিলে বিডিআর জোয়ানরা আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি নেয়। মিনহাজ আলী বিএসএফ-এর অনুপ্রবেশ সম্পর্কে বিডিআর জোয়ানদের খবর না দিলে অবস্থা অন্যরকম হইতে পারিত। রৌমারী সীমান্ত এলাকায় গেলে মিনহাজ ইত্তেফাক প্রতিনিধিকে জানান, বিএসএফ সদস্যরা তাহার বাড়ীটিও পোড়াইয়া দিয়াছে। তবুও তাহার দুঃখ নাই– সে বিডিআর জোয়ানদের সতর্ক করিয়া দিয়া দেশ রক্ষায় ভূমিকা রাখিয়াছে। ইহাই তাহার বড় পাওনা। তবে রৌমারী এলাকাবাসীর অভিমত; সরকারের কৃষক মিনহাজ আলীকে পুরস্কৃত করা উচিত। বড়ইবাড়ী গ্রামে বিএসএফ সদস্যদের হামলার সময় শুধু মিনহাজ আলী নয়, এলাকাবাসী যেভাবে সাহায্য করিয়াছে তাহা প্রশংসনীয়।

প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমস্যা সমাধানে '৭৪-এর চুক্তি অবিলম্বে বাস্তবায়নের পরামর্শ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ সাম্প্রতিক সময়ের সীমান্ত সমস্যা শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা বাংলাদেশের জন্য এখনই একটি প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের উপর গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। বক্তারা বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত সমস্যা সমাধানে ১৯৭৪ সালের চুক্তি অবিলম্বে বাস্তবায়নের পরামর্শ দেন। তাহারা বিডিআর-এর অসীম সাহসিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং সরকারের পক্ষ হইতে সফল কূটনৈতিক উদ্যোগ পরিচালনায় ব্যর্থতার জন্য সমালোচনা করিয়া বলেন, সফল কূটনীতি চাই, নতজানু কূটনীতি নহে। অনেক বক্তা সকল নাগরিকের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণেরও পরামর্শ দেন।

গতকাল রবিবার সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এণ্ড পিস স্টাডিজ (সিএসপিএস) এই সেমিনারের আয়োজন করে। সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশনের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান, বিএনপি'র এমপি মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন আহমদ, সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও ফেমার চেয়ারপারসন আবুল আহসান, মেজর জেনারেল (অবঃ) এজাজ আহমেদ চৌধুরী, বিডিআর-এর সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম দস্তগীর, বিডিআর-এর সাবেক উপ-মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) শাখাওয়াত হোসেন, প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর দিলারা চৌধুরী, প্রফেসর আফতাব আহমদ, প্রফেসর সাইফুল্লাহ, প্রফেসর রাজিয়া আখতার বানু, সাবেক এমপি মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মিরন হামিদুর রহমান, কমোডর (অবঃ) শফিকুর রহমান, সাংবাদিক সাদেক খান, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, মিজানুর রহমান, আবু সাঈদ খান, এডভোকেট সালমা ইসলাম, ব্যবসায়ী আবদুল হক, সাবেক রাষ্ট্রদূত আনোয়ার হাশিম, রৌমারীর সাইফুল ইসলাম খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন সিএসপিএস-এর নির্বাহী পরিচালক মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহীম এবং সভাপতিত্ব করেন কমোডর (অবঃ) আতাউর রহমান।

দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশন সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সীমান্ত সংঘাতের ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্ব যে সংযম এবং দূরদর্শিতা দেখাইয়াছেন তাহাকে প্রত্যাশিত ও কাঙ্ক্ষিত আচরণ বলিয়া উল্লেখ করেন এবং বলেন, সংঘাত যাহাতে আরও বৃদ্ধি না পায় সেইদিকে তাহারা লক্ষ্য রাখিয়াছেন। তিনি বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, জাতীয় মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে কোন দেশই অতি ক্ষুদ্র বা দুর্বল নহে। পাকিস্তান ও চীন হইতেছে ভারতের প্রতিবেশী-ভারতীয় সানডে টাইমসের এই বক্তব্যের সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, এই মনোভাব অত্যন্ত দুঃখজনক। ভারত যদি মনে করে শুধু পাকিস্তান ও চীন তাহাদের প্রতিবেশী, বাকীদের অবস্থান নগণ্য–তবে ইহা কাঙ্ক্ষিত নহে। তিনি বলেন, ইহা দুঃখজনক যে, ভারতের সরকারের মধ্যে এবং বাহিরে এমন কিছু লোক আছেন যাহারা বাংলাদেশের সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়াকে প্রয়োজনীয় মনে করেন না।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, বাংলাদেশের একজন মুখপাত্র বিডিআর-এর ভূমিকা ছিল একপক্ষীয় বলিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা বলা সঠিক হয় নাই। ইহাতে সরকারের দুর্বলতাই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলেন, সীমান্ত সমস্যা শুধু রাজনৈতিক সংকটই নহে, ইহা মানবাধিকার সমস্যাও বটে।

তিনি বলেন, ১৯৭৪ সালের বাংলা-ভারত চুক্তি সীমান্ত চিহ্নিতকরণের কাজটি অত্যন্ত সহজ করিয়া দিয়াছে। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত। বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। ভারতের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নাই। বাংলাদেশের পক্ষ হইতেও সেইরকম কোন উদ্যোগ দেখিতেছি না।

মেজর (অবঃ) হাফিজউদ্দিন এমপি বলেন, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রীকে নিয়া একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু আমরা একটি দুর্ভাগা জাতি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী-বিরোধী দলীয় নেত্রীর মধ্যে কোন সুসম্পর্ক তো নাই-ই, এমনকি সামাজিক সম্পর্কও নাই। জাতির প্রয়োজনের মুহূর্তেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারি না। তিনি বলেন, অবশ্য ইহা ঠিক যে, জাতির গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলিতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনই সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারে নাই। '৫২ সালে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাত্রদের মিছিল বাহির করিতে বারণ করিয়াছিল। '৭১ সালেও কোন সঠিক দিক-নির্দেশনা ছিল না। '৭১-এর বিবেচনায় বলিতে পারি এখনও এদেশের জনগণ দেশকে রক্ষা করিবে। তিনি বলেন, একজন 'ইয়েস ম্যান'কে সবসময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগের যে ধারা তাহা পরিবর্তন করিতে হইবে।

কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান এমপি বলেন, সীমান্তে যাহা ঘটিয়াছে তাহা খুবই সাধারণ একটি ঘটনা। অতীতেও এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়াছে। পাদুয়ার ঘটনা ঘটিবার পরে ভারত রৌমারীতে প্রতিশোধ নিতে চাহিয়াছে। কিন্তু ভারতের পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত বাজে। তিনি বলেন, বিডিআর যাহা করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ সঠিক এবং ইহাতে সরকারের সমর্থন ছিল। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পুরা সীমান্ত সংঘর্ষকে বিরাট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

আবুল আহসান বলেন, ১৯৭৪ সালের চুক্তি বাস্তবায়নে ভারতের দিক হইতে কোন সঠিক উদ্যোগ নাই। বাংলাদেশের দিক হইতেও তেমন উদ্যোগ ছিল তাহাও নহে।

মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম দস্তগীর বলেন, সরকারের অনুমোদন ছাড়া বিডিআর-এর পক্ষে কোন উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব নহে।

ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আক্রমণ হইলে বিডিআর-এর কোন অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নাই।

১৬ জন বিএসএফ মারা গিয়াছে বলিয়া আজ এত কথা। গত ৩০ বৎসরে অনেক বিডিআর সদস্য নিহত হইয়াছে। কিন্তু তখন তো কোন হৈ চৈ হয় নাই।

ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মিরন হামিদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের বিডিআর নিজ দেশের সীমান্তের মধ্যে নিহত হইয়াছে। তাহারা তো ভারতে যায় নাই। অথচ বিএসএফ মারা গিয়াছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে।

মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামান বলেন, সীমান্ত সংঘর্ষ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা অথবা সরকারের আয়ু ৬ মাস বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়া করা হইয়াছিল কিনা তাহাও চিন্তা করিতে হইবে।

আলোচনায় সকল বক্তা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিএসএফ সদস্যদের প্রবেশ করা এবং অব্যাহত সীমান্ত সংঘর্ষের জন্য ভারতের ভূমিকার সমালোচনা করেন। বক্তারা ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকারও সমালোচনা করেন। আলোচনায় প্রফেসর আফতাব আহমদ বলেন, ছোটখাট ঘটনা হইলেও বুদ্ধিজীবী নামধারীরা বিবৃতি দেন, হরতাল ডাকা হয় নানা ইস্যুতে। কিন্তু সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনায় কোন বিবৃতিও দেয়া হয় নাই, হরতালও ডাকা হয় নাই। তেমন কোন প্রতিবাদও রাজনৈতিক দলগুলি করে নাই।

এরশাদের সংসদ সদস্য পদ বিজ্ঞপ্তির রীট পিটিশনের শুনানি অব্যাহত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ হাইকোর্ট বিভাগে গতকাল রবিবার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির (এ) চেয়ারম্যান এইচএম এরশাদের সংসদ সদস্য পদ শূন্য ঘোষণা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বৈধতা চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত রীট পিটিশনের শুনানি অব্যাহত থাকে। আজ সোমবার উহার উপর পুনরায় শুনানি অনুষ্ঠিত হইবে। গতকাল সংসদ সচিবালয় কর্তৃক নিয়োগকৃত ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর বলেন, এরশাদের সংসদ সদস্য পদ শূন্য হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। আর উহা আমার শুনানির ব্যাপার নহে। আমার বিষয়বস্তু হইতেছে এরশাদের শূন্য আসন সম্পর্কিত সংসদ সচিবালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যাপার। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করাটি এরশাদের কৌঁসুলিরা চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর দৃঢ়তার সহিত বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ আইনগত বৈধ হইয়াছে। তিনি বিভিন্ন ধারার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, আইনের বিধান অনুযায়ী আসন শূন্য হওয়ার সাথে সাথে সংসদ সচিবালয় এরশাদের আসন শূন্যের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা না হইলে আইন অনুযায়ী সচিবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রহিয়াছে। উহার জন্য নির্বাচন কমিশনের অনুমতি বা প্রেরণের কোন প্রয়োজন হয় না বলিয়া ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, এই সংসদ সদস্য পদ শূন্য হওয়ার ব্যাপারে উচ্চতর আদালতে তাহার কোন পিটিশন পেন্ডিং নাই বলিয়া ব্যারিস্টার উল্লেখ করেন। আবেদনকারীর পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার কেএস নবী। তাহাকে সহযোগিতা করেন শেখ মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম। বিচারপতি মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন ও বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চে আজ সোমবার সকাল ১০টায় পুনরায় শুনানি শুরু হইবে। গতকাল জাতীয় পার্টির যুগ্ম-মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন।